(একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে)

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১০.২৫-৪৫২

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪৩২ / ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিপত্র-৮

বিষয় : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার, প্রতীক বরাদ্দ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ, প্রার্থীর মৃত্যুবরণ, "না ভোট" এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার পর প্রার্থিতা চূড়ান্ত হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ-২ এর দফা ৬ এর বিধান অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত হয়েছেন এবং যার প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয়নি বা দফা (২) এর অধীন স্থগিত করা হয়নি তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বলা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যেই নির্বাচন সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দকরতঃ তার ভিত্তিতে মুদ্রণকৃত ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

২। প্রার্থিতা প্রত্যাহার: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬ অনুচ্ছেদে দলীয় মনোনয়ন ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নিম্নরূপ বিধান রয়েছে:

(১) বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত কোনো লিখিত নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখ বা তার পূর্বে নিজে অথবা লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল একটি নির্বাচনি এলাকায় একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত পত্রের মাধ্যমে তিনি নিজে বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্ধারিত তারিখ বা তার পূর্বে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়ে রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে উক্ত দলের অন্যান্য প্রার্থী আর প্রার্থী হিসেবে গণ্য হবেন না।

(৩) মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের জন্য লিখিত নোটিশ দেয়া হলে বা রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হলে কোন অবস্থাতেই তা প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাবে না।

(৪) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিশ এবং রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া হলে রিটার্নিং অফিসার যদি সন্তুষ্ট হন যে স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বা দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তির. সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি তার কার্যালয়ের দর্শনীয় স্থানে টাঙ্গিয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, প্রত্যাহারের তারিখের অব্যবহিত পরের দিন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করে প্রকাশ করিবেন।

৩। প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর কার্যক্রম: প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরের দিন অর্থাৎ **২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে** প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ করতঃ নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন ও বিধি অনুসারে নির্ধারিত ফরম-৫ এ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকায় নামগুলো বাংলা বর্ণক্রমানুসারে সাজিয়ে লিখতে হবে।

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

৪। নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কোন নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা এক বা একাধিক হয় তা হলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিম্নরূপভাবে প্রতীক বরাদ্দ করার বিধান রয়েছেঃ

(ক) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উক্ত দলের অনুকূলে সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করা;

(খ) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বিধি অনুসারে নির্ধারিত কোন প্রতীক বরাদ্দ করা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের সময় যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৫। রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) এর উপদফা (ক) অনুসারে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের বিধান রয়েছে। মনোনয়নপত্রের সাথেই কোন দলের কোন প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ থাকবে। একটি রাজনৈতিক দল হতে একাধিক মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ ২০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন। তদানুযায়ী রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট দলের সংরক্ষিত প্রতীক উক্ত দলের মনোনীত প্রার্থীকে বরাদ্দ করবেন। তবে প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে প্রার্থী কোন্ রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন সে সম্পর্কে দলিলাদি দ্বারা প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিত হবেন। নির্বাচনি সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা হতে সরবরাহকৃত হালনাগাদ (সংশোধিত) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা **(পরিশিষ্ট-ক)** দেয়া হলো। **প্রার্থীতা প্রত্যাহারের পর একই দলের একাধিক প্রার্থী থাকলে উক্ত দলের সকল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।**

৬। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জোটগতভাবে মনোনীত প্রার্থীকে প্রতীক বরাদ্দ: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) অনুযায়ী সময়সূচির প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত কোন দরখাস্ত অনুযায়ী দুই বা ততোধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক জোটগতভাবে মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে তাঁর নিজ দলের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে।

৭। স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতীক: রাজনৈতিক দলের অনুকূলে প্রতীক সংরক্ষণের পর নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৯ এ উল্লিখিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত প্রতীক হতে যতদূর সম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দকে বিবেচনায় রেখে স্বতন্ত্র প্রার্থীগণের অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করতে হবে। একই প্রতীক বরাদ্দের জন্য একাধিক প্রার্থী দাবী জানালে তাদেরকে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতীক পছন্দের আহবান জানাতে পারেন। যদি তাঁরা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন তাহলে লটারি মাধ্যমে প্রতীক বরাদ্দ করবেন। উল্লেখ্য যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতোপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে তিনি তার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী হবেন, যদি না তা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতোমধ্যে অন্য কাউকে বরাদ্দ করা হয়। নির্বাচনি সহায়তা ও সরবরাহ অধিশাখা হতে সরবরাহকৃত হালনাগাদ (সংশোধিত) স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত প্রতীকের তালিকা **(পরিশিষ্ট-খ)** দেয়া হলো।

৮। প্রার্থীকে প্রতীকের নমুনা প্রদান: প্রতীক বরাদ্দের পর পরই প্রতীকের একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে সরবরাহ করবেন। কারণ তা তার প্রচারণার জন্য প্রয়োজন হবে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রতীকসমূহের নমুনা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, বিধিতে উল্লিখিত প্রতীকের নমুনা সম্বলিত পোস্টার ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। **নির্বাচন কমিশন হতে সরবরাহকৃত প্রতীকের নমুনার বাহিরে অন্য কোন প্রতীক বরাদ্দ বা প্রতীকের নমুনা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সরবরাহ করা যাবে না।**

৯। প্রতীক বরাদ্দের প্রত্যয়ন: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ২০ অনুচ্ছেদ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর ৯ বিধি অনুসারে, রিটার্নিং অফিসার সময়সূচি মোতাবেক প্রতীক বরাদ্দ করবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রতীক বরাদ্দ সঠিক হয়েছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

১০। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকায় প্রতীক সন্নিবেশন: নির্বাচনি প্রতীক বরাদ্দের পর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৫) এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পরের দিন বিধিমালায় বর্ণিত "ফরম-৫" এ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করবেন। উক্ত তালিকার ২ নম্বর কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং প্রত্যেকের নামের বিপরীতে ৩ নম্বর কলামে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম বা স্বতন্ত্র উল্লেখপূর্বক ৪ নম্বর কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম, ৫ নম্বর কলামে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা এবং ৬ নম্বর কলামে বরাদ্দকৃত প্রতীক উল্লেখ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার নির্দিষ্ট স্থানে ভোটগ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করতে হবে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ "সকাল ০৭-৩০ ঘটিকা হতে বিকাল ০৪-৩০ ঘটিকা" পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে।

১১। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তালিকা সত্বর নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ: নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকার ভিত্তিতে বিধি ১০ অনুসারে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ব্যালট পেপার মুদ্রণ করতে হবে এবং ব্যালট পেপারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম, প্রতীক ও ক্রম প্রদর্শনের উপযোগীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রণয়নের পর তার এক কপি রিটার্নিং অফিসারের অফিসের দৃশ্যমান স্থানে টাংগিয়ে দিবেন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্টকে এক কপি প্রদান করবেন। এতদভিন্ন প্রতীক বরাদ্দের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকার **দুই কপি** বিশেষ বার্তাবাহক মারফত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। আরও উল্লেখ্য যে, **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রেরণে যাতে কোন বিলম্ব না হয় অবশ্যই তা নিশ্চিত করতে হবে।** কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রাপ্তির সংগে সংগে ব্যালট পেপার মুদ্রণ করে যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা নির্ভুল হতে হবে। তালিকায় ভুল তথ্য সন্নিবেশ করা হলে মুদ্রিত ব্যালট পেপারে তার প্রতিফলন ঘটবে, যার পরিণতি মারাত্মক হবে। অতএব প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রণয়নের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তালিকা **(ফরম-৫) (পরিশিষ্ট-গ)** এর উপরিভাগের ডান পাশে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার মোট ভোটার সংখ্যা এবং তার নিচে পোস্টাল ব্যালটে (OCV ও ICPV) ভোট প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছে এরূপ ভোটার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। মোট ভোটার সংখ্যা থেকে পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটারগণ সরাসরি ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবেন এরূপ ভোটারের সংখ্যা (অংকে ও কথায়) উল্লেখ করতে হবে। উক্ত সংখ্যক ব্যালট পেপার মুদ্রণ করে প্রেরণ করা হবে।

১২। প্রার্থীর মৃত্যুবরণ: প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি এমন কোন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৯১ক ও ৯১ঙ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী যদি প্রার্থিতা বাতিল হয়, তবে অনুচ্ছেদ ১৭ এর দফা (১) অনুসারে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন কার্যক্রম বাতিল করতে হবে। অতঃপর গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। কমিশন উক্ত নির্বাচনি এলাকার জন্য নতুন নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করবেন। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠানে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে উক্ত বিধানের শর্ত অনুসারে এরূপ বাতিলকৃত সময়সূচিতে যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন, তাদের পরবর্তী কার্যক্রমে নতুন করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে না এবং জামানতের অর্থও জমা দিতে হবে না।

১৩। "না ভোট" এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর যদি কেবলমাত্র একজন বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী থাকেন অথবা অনুচ্ছেদ ১৬ অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর যদি কেবলমাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহলে অনুচ্ছেদ ১৯ এর বিধান অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং "না ভোট" এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা "না ভোট" এর চেয়ে বেশী হলে, রিটার্নিং অফিসার, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করবেন। আর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর তুলনায় "না ভোট" এর সংখ্যা বেশী হলে উক্ত আসনে পুনরায় তফসিল ঘোষণা পূর্বক

নির্বাচন করতে হবে। উক্তরূপ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে "না ভোট" বেশি হলে, দ্বিতীয়বার নির্বাচনকালেও যদি কেবল একজন ব্যক্তি বৈধভাবে মনোনীত হন কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে অবশিষ্ট থাকেন, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত আসনে নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর কোন প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন আপিল দায়ের করতে ইচ্ছুক হন, তা হলে অনুরূপ আপিল দায়েরের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, বা অনুরূপ আপিল দায়ের না করা হলে, বা কোন আপিল দায়ের করা হলে, তা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিনের পূর্বে কোন ব্যক্তিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছেন বলে রিটার্নিং অফিসার ঘোষণা করতে পারবেন না। যদি একমাত্র প্রার্থীকে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়, তবে ঘোষণার পর আদেশের অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

সংলগ্নী: বর্ণনা মোতাবেক

০১/০১/২০২৬
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

বিতরণঃ
১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০১০.২৫-৪৫২

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪৩২ / ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
১৩. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)
১৫. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২০. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২২. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৩. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
২৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।

২৭. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
২৮. .... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৯. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩০. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,.......................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৩৮. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

০৭/০১/২০২৬
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা

পরিশিষ্ট-ক

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহ :

ক্রমিক নং	নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের পূর্ণ নাম	দলের সংক্ষিপ্ত নাম (যদি থাকে)	সংরক্ষিত প্রতীক
১	০০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এল.ডি.পি	এল.ডি.পি	ছাতা
২	০০২	জাতীয় পার্টি-জেপি	জে.পি.	বাইসাইকেল
৩	০০৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম. এল)	সাম্যবাদী দল (এম.এল)	চাকা
৪	০০৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	--	গামছা
৫	০০৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	সি পি বি	কাস্তে
৬	০০৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ **[স্থগিত]**		
৭	০০৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	বি এন পি	ধানের শীষ
৮	০০৮	গণতন্ত্রী পার্টি	--	কবুতর
৯	০০৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	ন্যাপ	কুঁড়ে ঘর
১০	০১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	ওয়ার্কার্স পার্টি	হাতুড়ী
১১	০১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	বিডিবি	কুলা
১২	০১২	জাতীয় পার্টি	জাপা	লাঙ্গল
১৩	০১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	জাসদ	মশাল
১৪	০১৪	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	--	দাঁড়িপাল্লা
১৫	০১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	জেএসডি	তারা
১৬	০১৬	জাকের পার্টি	--	গোলাপ ফুল
১৭	০১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	বাসদ	মই
১৮	০১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	বিজেপি	গরুর গাড়ি
১৯	০১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	বি টি এফ	ফুলের মালা
২০	০২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	--	বটগাছ
২১	০২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	--	হারিকেন
২২	০২২	ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টি	এন.পি.পি	আম
২৩	০২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	--	খেজুর গাছ
২৪	০২৪	গণফোরাম	গণফোরাম	উদীয়মান সূর্য
২৫	০২৫	গণফ্রন্ট	জি.এফ	মাছ
২৬	০২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি -বাংলাদেশ ন্যাপ	বাংলাদেশ ন্যাপ	গাভী
২৭	০২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	--	কাঁঠাল
২৮	০৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	আই.এফ.বি	চেয়ার
২৯	০৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	কল্যাণ পার্টি	হাতঘড়ি
৩০	০৩২	ইসলামী ঐক্যজোট	আই.ও.জে	মিনার
৩১	০৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	--	রিক্সা
৩২	০৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	--	হাতপাখা
৩৩	০৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	BIF	মোমবাতি
৩৪	০৩৬	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা	জাগপা	চশমা
৩৫	০৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	কোদাল
৩৬	০৩৮	খেলাফত মজলিস	--	দেওয়াল ঘড়ি
৩৭	০৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	বিএমএল	হাত (পাঞ্জা)
৩৮	০৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	মুক্তিজোট	ছড়ি
৩৯	০৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	বিএনএফ	টেলিভিশন
৪০	০৪৩	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	এনডিএম	সিংহ
৪১	০৪৪	বাংলাদেশ কংগ্রেস	কংগ্রেস	ডাব

৪২	০৪৫	তৃণমূল বিএনপি	--	সোনালী আঁশ
৪৩	০৪৬	ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ	ইনসানিয়াত	আপেল
৪৪	০৪৭	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	বাংলাদেশ জাসদ	মোটরগাড়ি (কার)
৪৫	০৪৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বি এন এম	বি এন এম	নোঙ্গর
৪৬	০৪৯	বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বি.এস.পি)	বি.এস.পি	একতারা
৪৭	০৫০	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	এবি পার্টি	ঈগল
৪৮	০৫১	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	জিওপি	ট্রাক
৪৯	০৫২	নাগরিক ঐক্য	---	কেটলি
৫০	০৫৩	গণসংহতি আন্দোলন	---	মাথাল
৫১	০৫৪	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি	---	ফুলকপি
৫২	০৫৫	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	বিএমজেপি	রকেট
৫৩	০৫৬	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	---	আনারস
৫৪	০৫৭	বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি)	বিআরপি	হাতী
৫৫	০৫৮	জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি	এনসিপি	শাপলা কলি
৫৬	০৫৯	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	মার্কসবাদী	কাঁচি
৫৭	০৬০	জনতার দল	---	কলম
৫৮	০৬১	আমজনতার দল	---	প্রজাপতি
৫৯	০৬২	বাংলাদেশ সমঅধিকার পার্টি (বিইপি)	---	দোয়াত কলম
৬০	০৬৩	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	---	বই

২৯/১২/২৫

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন সহায়তা-১ শাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-খ

স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে বরাদ্দযোগ্য প্রতীকসমূহ :

১ আলমিরা	২০ ট্রাক্টর	৩৯ মগ
২ উট	২১ টেলিফোন	৪০ মাইক
৩ কলস	২২ ড্রেসিং টেবিল	৪১ ময়ূর
৪ কলার ছড়ি	২৩ ঢেঁকি	৪২ মোবাইল ফোন
৫ কাপ-পিরিচ	২৪ তালা	৪৩ মোটর সাইকেল
৬ কুমির	২৫ থালা	৪৪ মোড়া
৭ কম্পিউটার	২৬ দালান	৪৫ মোরগ
৮ ঘণ্টা	২৭ দোতলা বাস	৪৬ রেল ইঞ্জিন
৯ ঘুড়ি	২৮ দোলনা	৪৭ লিচু
১০ ঘোড়া	২৯ পাগড়ি	৪৮ সেলাই মেশিন
১১ চিরুনি	৩০ পানির ট্যাপ	৪৯ সোফা
১২ চিংড়ি	৩১ পালকি	৫০ সিড়ি
১৩ জগ	৩২ ফলের ঝুড়ি	৫১ সূর্যমুখী ফুল
১৪ জাহাজ	৩৩ ফুটবল	৫২ হরিণ
১৫ টর্চ লাইট	৩৪ বক	৫৩ হাঁস
১৬ টিউবওয়েল	৩৫ বালতি	৫৪ হ্যান্ডশেক
১৭ টেবিল	৩৬ বেবী টেক্সি	৫৫ হুঁকা
১৮ টেবিল ল্যাম্প	৩৭ বৈদ্যুতিক পাখা	৫৬ হেলিকপ্টার
১৯ টেবিল ঘড়ি	৩৮ বৈদ্যুতিক বাল্ব	

[বিঃ দ্রঃ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রতীক ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দ করা যাবে। তবে স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীকের তালিকা হতে কোনো প্রতীক নতুন রাজনৈতিক দলের অনুকূলে বরাদ্দ করা হলে তা স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দ করা যাবে না।]

২৯/১২/২৫

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন সহায়তা-১ শাখা
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-গ

আসনের মোট ভোটার সংখ্যা =
পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা =

আসনে পোস্টাল ব্যতীত ভোটার সংখ্যা =
কথায়ঃ (.....)

ফরম-৫
[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা

(প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিতব্য)

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম:

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী [ ] তারিখ সকাল [ ] ঘটিকা হইতে বিকাল [ ] ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

স্থান: [ ]

[ ]

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর